ব্যাংকিং সেক্টরে গৃহীত সংস্কার কর্মসূচীর অর্জিত সাফল্য

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

একটি সুসংহত, দক্ষ ও কার্যকর আর্থিক খাত ছাড়া কখনো কোনো অর্থনীতিতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভবপর হয় না। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক খাতের অগ্রগতি দরিদ্র ও অসমদের জন্য এমন একটি সহায়ক পরিবেশের সৃষ্টি করে যাতে তারা বেগবান প্রবৃদ্ধির সুফল পেতে সক্ষম হয়।

স্বাধীনতার পরে ১৯৮০'র দশকের শুরুতেই আমাদের দেশে অর্থনীতির খাতসমূহে বেসরকারি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলনের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে আর্থিক খাতে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতিয়ারসমূহের কাঙ্ক্ষিত শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে এর সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ব্যাংকিং খাতে সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সুদের হার উদারীকরণ; নতুন নতুন ট্রেজারি বিল প্রচলনের মাধ্যমে খোলা বাজার কার্যক্রম চালু, আর্থিক খাতের সুশাসন উন্নীতকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

চলতি দশকের শুরুতেই বহুবিধভাবে এই সংস্কার কর্মসূচীর দ্বিতীয় দফার কার্যক্রম শুরু হয়। এই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনি বিষয়সমূহ, কর্পোরেট সুশাসন, ঋণ আদায়, বিনিময় হার ও সুদ হার ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের জন্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। শক্তিশালী আইনী ভিত্তির উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ দৃষ্টিদানের বিষয়টি আমরা উল্লেখ করতে পারি। আন্তর্জাতিকভাবে উন্নততর হিসাব সংরক্ষণের মানদণ্ড হিসাবে disclosure & transparency standard চালু করা হয়। ব্যাংকের পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও উপদেষ্টাদের উপযুক্ততা নিরীক্ষার (fit and proper test) বিষয়ে মানদণ্ড প্রদান; ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সদস্য নিয়োগে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়; পরিচালক পর্ষদ ও কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী নির্দিষ্টকরণ ও পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয়। Early Warning System চালুকরণ এবং সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ও Terms of Reference (TOR) সহ ব্যাংকের জন্য অডিট কমিটি বাধ্যতামূলক করা হয়। ব্যাংকের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের জন্য ব্যাংকের অবশ্যকীয় ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণের পরিমাণ ৪০ কোটি টাকা থেকে পর্যায়ক্রমে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয় যা ব্যাসেল-২ এর আওতায় ২০১১ সালের মধ্যে ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণের জন্য ইতোমধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে; এ ছাড়া, ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোর রিস্ক ব্যবস্থাপনা (Core Risk Management) নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পাঁচটি প্রধান ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে।

পাঁচটি মূল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্যে ইতোমধ্যে যেসব নীতি-নির্দেশিকা ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো হলো

ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পরিসম্পদ ও দায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও তা পরিপালন করার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে নির্দেশিত সব নীতি, প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগ সঠিকভাবে চালু হলে ব্যাংকে উন্নততর সুশাসন নিশ্চিত হবে এবং সেবা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অনাকাঙিক্ষত উপায়ে খেলাপি ঋণ নবায়ন করার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নতুন ঋণ পুনঃতফসিলীকরণে কঠিন শর্তযুক্ত নীতিমালা জারি করা হয়। একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ঋণ গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করা হয়। একজন পরিচালক তার শেয়ারের শতকরা ৫০ ভাগের উর্ধ্বে ঋণ নিতে পারবে না মর্মে প্রবিধান করা হয়েছে। আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ১২০ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত আইনের ১৫(৫) উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "আমানতকারীদের মধ্য হতে দু'জন ব্যাংক পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কিত বিধি, ২০০৮" জারি করেছে। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণে প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও কঠোর পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ ও কার্যকরী করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতির ক্ষেত্রে আমাদের এখন বাজার ভিত্তিক বিনিময় হার প্রথা চালু রয়েছে। ২০০৩ সালের জুন মাস থেকে কোনরকম অস্থিতিশীল অবস্থা ছাড়াই বাজার নির্ধারিত বিনিময় হার প্রথা প্রচলন করা সম্ভব হয়েছে। চলতি লেনদেন হিসাবকে রূপান্তরযোগ্য (convertable) করা হয়েছে। ঋণ বাজার পরিস্থিতির দিক-নির্দেশক হিসাবে বিভিন্ন মেয়াদি আর্থিক পত্র যেমন-পুনঃক্রয় চুক্তি (রিপো) ও বিপরীত পুন:ক্রয় চুক্তি (রিভার্স রিপো) এবং পাঁচ, দশ ও বিশ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ড প্রচলন করা হয়েছে-যাতে করে কর্পোরেট ঋণ বাজার চাঙ্গা করা যায়। ট্রেজারি বিলের সেকেন্ডারি ব্যবসা এবং ইলেকট্রনিক ট্রেজারি বিল চালু করা হয়েছে।

একটি শক্তিশালী সেকেন্ডারি বন্ড মার্কেট উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সকল ব্যাংক কোম্পানিকে তাদের ধারণকৃত ট্রেজারি বিল ও বন্ডের marking to market ভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্প্রতি এই নির্দেশনার কিছু সংশোধনীও সাধন করা হয়েছে যেখানে প্রাইমারি ডিলারদের তারল্য সুবিধার প্রভিশনিং সংক্রান্তও কিছু দিক-নির্দেশনা আছে। Marking to market প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কোম্পানির ধারণকৃত ট্রেজারি বিল ও বন্ডের চলতি বাজারদর প্রদর্শিত হয়ে থাকে। দেশে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠাকরণ, জাতীয় সঞ্চয় স্কীমের পুনর্গঠন, ট্রেজারি বন্ডের সেকেন্ডারি মার্কেট স্থাপন, বন্ড/ ডিবেঞ্চারের ইস্যুকরণ ও বিপণন পদ্ধতি নির্ধারণ, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Collateralized Kian/loan/Lease Obligation (CLO) এর মত প্রোডাক্ট চালু করা ছাড়াও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তির উচ্চতম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্প চালু রেখেছে। এছাড়া, বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রিসিভেবল এর সিকিউরিটাইজেশন প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। সরকারি ও কর্পোরেট বন্ডমার্কেটের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক শেয়ার বাজারে সরকারি বন্ড কেনাবেচার সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সার্বিক সহায়তা নিচ্ছে। আমাদের ব্যাংকিং শিল্পকে উদ্ভাবনাময়ী করে তুলতে নতুন নতুন আর্থিকপত্র উদ্ভাবন করে আর্থিক বাজার উন্নয়নের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হয়েছে। এজন্য দক্ষতা বৃদ্ধির একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের কাজের জন্য সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে। কাজের গতি বৃদ্ধি এবং মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যপ্রবাহ বিশেস্নষণ ব্যবস্থারও সূচনা জরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের (CBSP) আওতায়- (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমকে কম্পিউটারাইজ করা, (খ) নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বেতন কাঠামোতে সংস্কারের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন, (গ) বিভিন্ন বিভাগ পুনর্গঠন, (ঘ) ব্যবসায়িক নীতিমালা

যুগোপযোগীকরণ, (ঙ) মৌলিক কার্যক্রম যথা-মুদ্রানীতি, আর্থিক খাতের নিয়মনীতি/নীতিমালা এবং গবেষণা ও নীতি বিশেস্নষণ ইত্যাদির দড়্গতা বৃদ্ধি-এসব সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সনাতন পদ্ধতির কার্যক্রম থেকে আধুনিক এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির দিকে ব্যাংকিং কার্যক্রমের উত্তরণ ঘটানো। গবেষণা কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লড়্গ্যে ব্যাংকে 'পলিসি এনালাইসিস ইউনিট' নামে একটি বিশেস্নষণমূলক ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এই ইউনিটে মনিটারী পলিসি রিভিউ, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর রিভিউ, বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টারলি ছাড়াও অনেক বিশেস্নষণমূলক পলিসি নোট প্রস্তুত করা হচ্ছে।

আর্থিক খাতের একটি অন্যতম অংশ হিসেবে ব্যাংকিং খাতের প্রধান প্রধান সংস্কারমূলক পদড়্গেপসমূহ বিগত কয়েক বছরে ব্যাপক গতিশীলতা অর্জন করেছে। সম্পূর্ণ নিজস্ব তাগিদে আলোচনার মাধ্যমে এসব সংস্কারসমূহ নব নব আঙ্গিকে প্রবর্তিত হচ্ছে।

সংস্কার কর্মসূচির অন্যান্য উলেস্নখযোগ্য পদড়্গেপসমূহ:

০ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও কর্তৃপড়্গের ভূমিকা-কার্যাবলী স্পষ্টাকারে পুনঃনিধারণ করা হয়েছে।

০ Bank to bank Finance Ges Bank to NBFI Finanace -এর ঋণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য দু'টি পৃথক ম্যানুয়েল প্রস্তুত করা হয়েছে।

০ ব্যাসেল-২-এর আওতাধীন নতুন মূলধন নীতি ২০০৯ সালের জানুয়ারির মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনোত্তর ব্যাংকসমূহের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

০ ব্যাংকের লকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করে ব্যাংসমূহকে সরবরাহ করা হয়েছে।

০ আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের দৈন্য অবস্থা কাটিয়ে উঠে ব্যবসা সফল হওয়ার লড়্গ্যে ইতোমধ্যে ব্যাংকগুলো "Three year transitional plan" প্রণয়ন করেছে। এর ফলে ব্যাংকি সেক্টরে একটি অভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং একটি সুষম প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বিরাজ করবে বলে আশা করা যায়।

০ ক্লিয়ারিং হাইসের অটোমেশন, ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিষ্টেম এবং Credit Information Bureau-এর অটোমেশন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

০ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকায় নতুন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অর্ডিন্যান্স, ২০০৮ কার্যকরী করা হয়েছে।

০ সরকার Investment Promotion and Financing Facility (IPFF) প্রকল্প বাস্তবায়নের লড়্গ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) এর সাথে ১ জুন, ২০০৬ তারিখে ঝউজ ৩৪.৯ মিলিয়ন (৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অর্থায়ন চুক্তি স্বাড়্গর করেছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকার কর্তৃক বেসরকারি খাতের অবকাঠামোগত উন্নতি সাধন করা। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ড়্গমতা প্রদান করে ২১ আগস্ট ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঋণ (Infrastructure Development Lending) শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাড়্গরিত হয়েছে। অবকাঠামোগত প্রকল্পে ঋণ প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ সুবিধার আওতায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়ন ড়্গমতার অধিক দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের ড়্গেত্রে এ প্রকল্প পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঋণ এ প্রকল্পের প্রধান উপাদান।

০ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একীভূত/সংযুক্তকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি বিস্তারিত নীতিমালা (Guidelines for Merger/ Amalgamation of Banks and Financial Institution)

প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার অধীনে একটি ব্যাংক অন্য ব্যাংকের অথবা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকসমূহের সাথে একীভূত হতে পারবে।

০ বাংলাদেশ ব্যাংক অগ্রণী, জনতা ও সোনালী ব্যাংককে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৩১(১) এবং ৩১(২) ধারার আওতায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করেছে। সরকার একটি ভেন্ডর চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক (ন্যাশনালাইজেশন) আদেশ, ১৯৭২-এর ২৭ক ধারার আওতায় ভূতপূর্ব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সম্পদ, দায় ও মূলধন ইত্যাদি নবগঠিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির নিকট হস্থান্তর করেছে। এর ফলে উপরোক্ত বৃহৎ তিনটি ব্যাংক অন্যান্য সকল ব্যাংকের মত একই আর্থিক নীতিমালার আওতায় পরিচালিত হবে।

০ ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেডের প্রকট আর্থিক সংকট তথা ব্যাপক ব্যবসায়িক সংকটের ফলশ্রুতিতে জনস্বার্থে/ আমানতকারীদের স্বার্থে এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আলোচ্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৬ ও ৪৭ ধারার আওতায় উক্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে বাতিল ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অপসারণপূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুরূপে পরিচালানার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৭৭(২) ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধক্রমে সরকার moratorium order ইস্যুকরণের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয় যা উক্ত আইনের ৭৭(৪) ধারা মোতাবেক বর্তমানে আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নামে পুনর্গঠিত হয়েছে।

০ এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোতে এবং ওভার দি কাইন্টারে যেসব পণ্যের বিনিময় হয় তাদের মূল্য ঝুঁকিকে পণ্যের ফিউচার/ অপশন এবং ওভার দি কাউন্টার ডেরিভেটিভের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে ঐবফমব করতে অনুমোদিত ডিলারদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং অন্যান্য খাতের জন্য ঋণ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষ পদক্ষেপসমূহ:

উৎপাদনবান্ধব নীতি গ্রহণ করে আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি নীতি-নির্ধারকগণ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ও এসএমই খাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছেন। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসএমই খাতকে উজ্জীবিত করার জন্য সম্প্রতি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে:

০ এসএমই খাতের জন্য বিদ্যমান সংজ্ঞাকে সংশোধনপূর্বক একটি একক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে service concern, trading concern Ges manufacturing concern ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পৃথক করে নির্দিষ্ট নির্ণায়ক (পৎরঃবৎরধ) নির্ধারণ করা হয়েছে।

০ এসএমই খাতকে উজ্জীবিত করে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকে এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্থ গ্রহণপূর্বক সার্কুলার জারি করেছে; যার প্রধান কাজ হবে (১) এসএমই খাতের ঋণ গ্রহীতাদের জন্য ঋণের আবেদন গ্রহণ, বিতরণ, পরিবীক্ষণ এবং আদায়ের বিষয়ে ব্যাংকিং সেবা পদান করা; (২) প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ গ্রহণপূর্বক তা দেশীয় মুদ্রায় সংশিস্নষ্ট প্রাপকের নিকট প্রদান করা; (৩) এসএমই খাতের মহিলা উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র ডেস্ক স্থাপন করা।

০ ব্যাংকের বাৎসরিক মোট ঋণ বিতরণযোগ্য অর্থের মধ্যে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংককে তা অবহিত করতে হবে।

০ ব্যাংক কর্তৃক এসএমই খাতে যে পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করা হবে তার অন্যূন ৪০% অর্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য নির্ধারণ করতে হবে এবং বাকী অর্থ মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

০ ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এসএমই সংক্রান্থ যে তথ্য দেয়া হয় এখন থেকে

সংযুক্ত ছক অনুযায়ী সে তথ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে ঋণ প্রবাহের পরিমাণ ও শতকরা হার উলেস্নখ করতে হবে।

০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে নমনীয় (১০%) সুদের হারে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট রিফাইন্যান্সিং তহবিলের ন্যূনতম ১০% বরাদ্দ রাখা হয়; পরবর্তীতে সার্কুলার জারির মাধ্যমে তা ১৫%-এ উন্নীত করা হয়েছে। এভাবে সৃষ্ট তহবিলের ৪০% শুধুমাত্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের ঋণ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তদারকি ব্যয় (supervision cost) হ্রাস করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ বিতরণ ও আদায়ে এনজিও-এর সহায়তা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

০ মাঝারি খাতের শিল্প কারখানার মধ্যমেয়াদি ঋণের মেয়াদের বিষয়ে ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল নির্দেশনা বাতিলপূর্বক এখন হতে তা ৩ (তিন) বছরের স্থলে ৪ (চার) বছর করা হয়েছে। বিতরণকৃত এ সকল ঋণের মধ্যে পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাস রেয়াতী সময়সহ সমান ৭ (সাত) টি ষান্মাসিক কিস্তিতে ৪ (চার) বছরের সুদসহ পরিশোধযোগ্য হবে মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

০ দেশের এসএমই খাতকে আরও জোরদার, উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনে জুন, ২০০৮ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক রিফাইন্যান্স স্কীম ফর এন্টারপ্রাইজ সেক্টর-এর বর্তমান তহবিল ৩০০.০০ কোটি হতে ৫০০.০০কোটি টাকায় উন্নীত করেছে।

০ তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহীদেরকে ইক্যুইটি এন্ট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ডের আওতায় সুবিধা /তহবিল প্রদানের বিষয়ে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; ইতোমধ্যে এই খাতে বিনিয়োগকারীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের নিরিখে তাদেরকে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রজেক্ট প্রোপোজাল দাখিল করতে বলা হয়েছে।

০ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য গৃহনির্মাণ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহকদেরকে অধিকতর কার্যকরী সুবিদা প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০০ কোটি টাকার একটি তহবিল সৃষ্টি করেছে। এই তহবিল থেকে গ্রাহকরা বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯% হারে ঋণ সুবিধা পাবেন।

বিগত এক দশকে এবং বিশেষভাবে সংস্কার কর্মসূচির দ্বিতীয় দফায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে ও তদারকিতে ব্যাংকিং সেক্টরে প্রতিযোগিতা, দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি, যৌক্তিক পর্যায়ে কলমানি রেটের উঠানামায় তারল্য পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা, ব্যাংকিং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি, ঋণের শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও প্রভিশন সংরক্ষণ, রেকর্ড পরিমাণ রেমিটেন্স বৃদ্ধি, sustainable level -এ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বজায় থাকাBanking disclosure and transparency standard নীতি অবলম্বন, রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার ইত্যাদি নির্দেশকগুলো থেকেও সংস্কার কর্মসূচির সাফল্য দৃশ্যমান। তবে, সংস্কার কর্মসূচি একটি চলমান প্রক্রিয়া; অর্থনীতির খাতভিত্তিক কার্যক্রমের সুসমন্বয়ের ফলে এ কর্মসূচি মোটামুটিভাবে আমাদের দেশের ব্যাংকিং সেক্টরের স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা ও ঝুঁকি বিষয়ক ক্ষেত্রগুলোর সন্তোষজনক উন্নতি হয়েছে।

মুদ্রানীতি কার্যক্রম পরিচালনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি অন্যতম প্রধান কাজ যা সমষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসাবে মুখ্য ভূমিকা রাখে। মূল্যস্তরকে সহনীয় সীমায় রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি জুলই- ডিসেম্বর ২০০৮ ষান্মাসিকে ঘোষিত মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্য স্থির করেছে। বেসরকারি খাতে লক্ষ্যমাত্রা পর্যায়ে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও অবদান রাখবে। অভ্যন্তরীণ

উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজস্ব নীতি ও মুদ্রানীতির সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

লেখক: গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক